THIS BOOK HAS BEEN PUBLISHED WITH
DUE PERMISSION FROM THE AUTHOR
DR. ALI MOHAMED EL-SALLABI

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

মাকতাবাতুল ফুরকান
www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

معاوية بن أبي سفيان : شخصيته و عصره
—এর অনুবাদ

মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান
রাযিয়াল্লাহু আনহু
প্রথম খণ্ড

ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী

অনুবাদ
মাওলানা মঈনুদ্দীন তাওহীদ

সম্পাদনা
মুহাম্মাদ আদম আলী

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

জীবন ও কর্ম : মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান রা. (প্রথম খণ্ড)
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২০ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : জিলকদ ১৪৪১ / জুলাই ২০২০
প্রচ্ছদ : সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা
প্রুফ সংশোধন : জাবির মুহাম্মদ হাবীব

ISBN : 978-984-94323-6-4

মূল্য : ৳ ৬০০.০০ (ছয় শত টাকা মাত্র) US $20.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com; www.boi-kendro.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী বর্তমান বিশ্বের একজন বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ সীরাত লেখক। *মাকতাবাতুল ফুরকান* থেকে ইতোমধ্যে তার রচিত চার খলীফার সম্পূর্ণ জীবনী (নয় খণ্ড) অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তারই আরেকটি অনবদ্য কীর্তি *মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান রা. : শাখসিয়্যাতুহু ওয়া আসরুহু*। আরবী ভাষায় লিখিত গ্রন্থটি উলামায়ে কেরামের নিকট ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। আমাদের বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি এ কিতাবেরই বাংলা অনুবাদ—*জীবন ও কর্ম : মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান রা.*। উল্লেখ্য, ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী থেকে তার রচিত সবগুলো গ্রন্থ *মাকতাবাতুল ফুরকান* অনুবাদ ও প্রকাশের লিখিত অনুমতি লাভ করেছে। আল্লাহ তাআলা তাকে এর পরিপূর্ণ বদলা দান করেন।

গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন এ সময়ের প্রতিভাবান ও প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ অনুবাদক মাওলানা মঈনুদ্দীন তাওহীদ। ইতোমধ্যে মাকাতাবাতুল ফুরকান থেকে তার অনূদিত দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে যা পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে; *তোমাকেই বলছি হে আরব* এবং *জীবন ও কর্ম : ফাতিমা রা.*। সঙ্গতকারণেই এখানেও তার অভিজ্ঞতা ও পরিশ্রমের সমন্বয় ঘটেছে এবং অনুবাদ আরও সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে। আল্লাহ তাআলা তার এই কাজকে কবুল করেন।

মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম প্রকাশ করলেও মূলত হিজরতের আগেই তিনি গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ জন্যই তিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে বদর, উহুদ, খন্দকসহ কোনো যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেননি। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তিনি এতই নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন যে, তিনি তাকে ওহী লেখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি ফকিহ সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

পরবর্তী সময়ে মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু চরম সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সব ফিতনা দমন করে শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনেন। তিনিই সর্বপ্রথম যোগাযোগের জন্য ডাক বিভাগ চালু করেন এবং সরকারি দলীল-দস্তাবেজ সংরক্ষণের জন্য পৃথক বিভাগ চালু করেন। তিনি মুসলিম বাহিনীকে সুশৃঙ্খল রূপ দেন ও ইসলামের দাওয়াত বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যও বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পর্তুগাল থেকে চীন পর্যন্ত এবং আফ্রিকা থেকে ইউরোপ পর্যন্ত পয়ষট্টি লাখ বর্গমাইল বিস্তৃত অঞ্চল তার শাসনামলে ইসলামের পতাকাতলে চলে আসে। তিনি দীর্ঘ পঁচিশ বছর খেলাফতের গুরুদায়িত্ব পালন করেন।

ইসলামে এরকম অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পরও বিকৃত ইতিহাস রচনাকারীরা তার ওপর অনেক কালিমা লেপন করার চেষ্টা করেছে। এক্ষেত্রে বর্তমান সময়ের অন্যতম সীরাত বিষেষজ্ঞ ও গবেষক ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী ইসলামের মূল সূত্র থেকে মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহ আনহুর সঠিক ইতহাস, জীবন ও কর্ম তুলে ধরেছেন। এটি একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত অনেক ভুল ধারণাই এতে শুধরানো হয়েছে। আশা করি পাঠকগণ এতে দারুণভাবে উপকৃত হবেন।

উল্লেখ্য, গ্রন্থটিকে ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থটির অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশক, পাঠক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা

১৮ জুলাই ২০২০

অনুবাদকের কথা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةَ وَالسَّلَامَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ

মুআবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন অনন্য সারথী, ভালোবাসা ও আদর্শের কেন্দ্রবিন্দুতে যার অবস্থান। তিনি ছিলেন কাতেবে ওহী; আসমানী বার্তার একজন বিশ্বস্ত লেখক। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি কাটিয়েছেন ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে—রণাঙ্গণে। ইসলামী সাম্রাজ্যের বিজয় কেতন উড়িয়েছেন বাইজেন্টাইন হয়ে আটলান্টিক, খোরাসান হয়ে সিন্ধু নদীর এপাড়ে। ইতিহাসে ইসলামী নৌসেনার আবিষ্কারক তিনি-ই। তিনি-ই প্রথম মুসলিম ইতিহাসে ডাক বিভাগের প্রবর্তন করেন। মহান এই সাহাবীর জন্য শ্রেষ্ঠমানব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রার্থনা করে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ, তাকে সঠিক পথের দিশারী, পথপ্রাপ্ত এবং তাকে হেদায়াতের মাধ্যম বানিয়ে দাও!

তার নির্দেশেই প্রথম পরিচালিত হয়েছিল কনস্টান্টিনোপলের অভিযান। মুসলিমরা দুর্বার আঘাত হেনেছিল খ্রিস্টান-বিশ্বের অহংকার দুর্লঙ্ঘ্য সে শহরের অজেয় দুর্গে; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে শহর-সম্পর্কে বলেছেন, 'অবশ্যই কনস্টান্টিনোপল বিজিত হবে। কত সৌভাগ্যবান নেতা সে বিজয়ী দলের নেতা; কত সৌভাগ্যবান সে বিজয়ী সেনাদল।' নবীজী সা. আরও বলেন, 'আমার উম্মতের প্রথম যে দলটি কায়সারের শহর কনস্টান্টিনোপল জিহাদ করবে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত।'

ইতিহাস কখনো মুছে যায় না। প্রকৃত ইতিহাস মানেই সত্যকথন। তবে যুগে যুগে অনেকে ইতিহাসের সত্যকে আড়াল করার চেষ্টা করেছে। মিথ্যা ইতিহাস রচনা করে মানুষকে ধোঁকা দিয়েছে। মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনীগ্রন্থটি অনুবাদ করার সময় এ সত্যটুকুই উপলব্ধি করেছি বার বার। মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু সারাটা জীবন উম্মাহর কল্যাণ চেয়েছিলেন। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে-ই তিনি জন্ম দিয়েছেন অসংখ্য বিস্ময়কর ঘটনার। তারপরেও তাকে দাঁড়াতে হয়েছে ইতিহাসের কাঠগড়ায়। এই অবুঝ উম্মাহ-ই

তাকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে গেছে আসামী সাজিয়ে। তাকে বানিয়েছে সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু; গালিগালাজ আর তিরস্কারের জঘন্য লক্ষ্যবস্তু। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন।

মুআবিয়া ও তার সময়কাল নিয়ে সমাজে প্রচলিত রয়েছে অনেক মিথ্যা। এই মিথ্যাগুলোর অবাধ চর্চা আমাদের সামনে সত্যের রূপ ধারণ করে বসে আছে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে সে মিথ্যাগুলোর যবনিকাপাত করে প্রকৃত ইতিহাসের আলোয় আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে সত্যের আলোকিত রূপ। গ্রন্থটি অনুবাদ করার সময় মিথ্যাগুলোকে এতদিন সত্য ভেবে আসার অনুতাপে অনুতপ্ত হয়েছি, প্রভুর দরবারে ক্ষমা চেয়েছি। কখনো চোখ ভিজে উঠেছে নোনাজলে।

সংশ্লিষ্টরা জানেন, আরবী ভাষায় কোনো অঞ্চলের উচ্চারণ কখনো হয়ে থাকে প্রচলিত উচ্চারণের সম্পূর্ণ বিপরীত। তা ছাড়া প্রাচীন ইতিহাস হওয়ার কারণে কিছু অঞ্চল ও স্থানের অস্তিত্বই এখন খুঁজে পাওয়া যায় না। এসব খুঁজে বের করে অপ্রসিদ্ধ শহরের প্রসিদ্ধ উচ্চারণ উদ্ধার করা খুবই কষ্টকর। বইটির অনুবাদ-কর্মে এ বিষয়টি আমাকে যথেষ্ট ভুগিয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমাকে নতুন ও পুরাতন বেশ কিছু ম্যাপ ও আন্তঃজালের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। পরিচিত বন্ধুগণও আমাকে সহযোগিতা করেছেন নিঃস্বার্থভাবে। আব্দুল্লাহ মাহমুদ ও আব্দুল্লাহ যুবায়ের তাদের অন্যতম। আল্লাহ তাআলা সকলকে জাযায়ে খায়ের দান করেন।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশনা *মাকতাবাতুল ফুরকান* থেকে প্রকাশিত হচ্ছে যা আমার জন্য একই সঙ্গে আনন্দের এবং গৌরবের। আমি এ প্রকাশনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি। আল্লাহ তাআলা বইটির লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কবুল করুন! বইটিকে আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তির মাধ্যম বানিয়ে দিন! আমীন!

মঈনুদ্দীন তাওহীদ
০৯ জুন ২০২০

সূচিপত্র

অবতরণিকা ১৩

প্রথম পর্ব

জন্ম এবং খেলাফতে রাশেদায় সময়কাল

প্রথম অধ্যায়

নাম, বংশ, উপাধি এবং জন্ম ২৮

আবু সুফিয়ানের ইসলামগ্রহণ ২৯
হিন্দা বিনতে উতবা ইবনে রবীয়াহ ৩২
মুআবিয়া রা.-এর ভাই-বোন ৩৬
মুআবিয়া রা.-এর স্ত্রী ও সন্তান ৪৯
ইসলামগ্রহণ এবং তার মাহাত্ম ৫২
মুআবিয়া রা.-এর বর্ণিত হাদীস ৫৮
মুআবিয়ার মর্যাদা ও অমর্যাদায় বর্ণিত কিছু বাতিল বর্ণনা ৬৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

আবু বকর, উমর ও উসমান রা.-এর যুগে উমাইয়া ও মুআবিয়া রা. ৭৩

আবু বকর রা.-এর যুগে ৭৩
উমর রা.-এর যুগে ৭৯
উসমান রা.-এর খেলাফতকালে মুআবিয়া রা. ৯০
সাবায়ী ফেতনায় মুআবিয়া রা.-এর অবস্থান ১৪৩
উসমান-হত্যা ও সাহাবায়ে কেরামের অবস্থান ১৫৯

তৃতীয় অধ্যায়

আমীরুল মুমিনীন আলী রা.-এর যুগে মুআবিয়া রা. ১৬৭

উসমান-হত্যা; প্রতিশোধের পদ্ধতি নিয়ে মতভেদ ১৬৯
সিফফীন-যুদ্ধ ও যুদ্ধ-পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহ ১৭১
যুদ্ধের সূচনা ১৯০

সালিশের আহ্বান ১৯৭
সালিশ ২২৩
সালিশী চুক্তির বিভিন্ন ধারা ২২৫
সালিশ নিয়ে প্রসিদ্ধ একটি ঘটনার অসারতা ২২৮
ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর জন্য দ্বিপাক্ষিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় সালিশ থেকে শিক্ষা নেওয়া আদৌ সম্ভব কী? ২৪০
সংঘটিত সেসব যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অবস্থান ২৪২
সিফফীন যুদ্ধের পর মুআবিয়ার নেতৃত্বের পট পরিবর্তন ২৫০
আলী রা. ও মুআবিয়া রা.-এর মধ্যকার সন্ধিচুক্তি ২৫২
আলী রা.-এর শাহাদাত এবং মুআবিয়া রা.-এর অবগতি ২৫৩

চতুর্থ অধ্যায়

হাসান ইবনে আলী রা.-এর খেলাফতকালে মুআবিয়া রা. ২৫৭

গুরুত্বপূর্ণ যে ধাপগুলো পেরিয়ে সন্ধি দেখেছিল আলোর মুখ ২৬৫
সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ কিছু কারণ ২৬৬
সন্ধির শর্তাবলী ২৭০
সন্ধির ফলাফল ২৭৪

দ্বিতীয় পর্ব

বাইআত, গুণাবলী ও শাসনপদ্ধতি

প্রথম অধ্যায়

মুআবিয়া রা.-এর হাতে খেলাফতের বাইআত, তার উল্লেখযোগ্য গুণাবলী এবং তার শানে বর্ণিত আলেমদের উক্তি ২৭৬

মুআবিয়ার হাতে খেলাফতের বাইআত ২৭৬
খেলাফতে রাশেদার পরিসমাপ্তি ২৮০
মুআবিয়া রা.-এর উল্লেখযোগ্য গুণাবলী ২৮৬
মুআবিয়ার প্রশংসায় উলামায়ে কেরামের বাণী ও খাইরুল কুরূনে উমাইয়া শাসনামলের অন্তর্ভুক্তি ৩১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী সাম্রাজ্যের একজন নেতা হিসেবে মুসলিম

উম্মাহ ও মুআবিয়া রা.-এর মধ্যকার সম্পর্ক ৩২৫

খলীফার দায়িত্ব ৩২৫
জাতির কাছে একজন খলীফার অধিকার ৩২৭
উমাইয়া সালতানাতের রাজধানী শামের মাহাত্ম্যে বর্ণিত রাসূল সা.-এর হাদীসসমূহ ৩২৫
মুআবিয়া রা.-এর যুগে আহলুল হল্লি ওয়াল আকদগণ ৩৩৪
মুআবিয়া রা.-এর যুগে পরামর্শ-ব্যবস্থা ৩৩৯
মুআবিয়া রা.-এর যুগে মতামত প্রদানের স্বাধীনতা ৩৪৩

তৃতীয় পর্ব
আভ্যন্তরীণ রাজনীতি

প্রথম অধ্যায়

আকাবির সাহাবা, তাদের সন্তান এবং বিশেষত বনু হাশেমের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে আচরণ ৩৫২

সন্ধির পর হাসান রা. ও মুআবিয়া রা.-এর সম্পর্ক ৩৫৩
হাসান রা. ও আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-এর সঙ্গে মুআবিয়া রা.-এর সম্পর্ক ৩৫৫
আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ও মুআবিয়া রা. ৩৫৭
মুআবিয়া কি মিম্বারে দাঁড়িয়ে আলীকে গালিগালাজ করার প্রকাশ্য অনুমতি দিয়েছিলেন? ৩৫৮
বিষপানে হাসান রা.-কে হত্যা প্রসঙ্গ ৩৬৫
উসমান-হত্যাকারীদের ব্যাপারে মুআবিয়া রা.-এর অবস্থান ৩৬৯
হুজর ইবনে আদী রা.-এর শাহাদাত ৩৭০

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় স্বশরীরে অংশগ্রহণ এবং খেলাফতের সর্বত্র নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা ৩৮৭

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় স্বশরীরে অংশগ্রহণ ৩৮৭
রাষ্ট্রের সর্বত্র নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় মুআবিয়া রা.-এর অভিলাষ ৩৯৪

LETTER OF AUTHORIZATION

To Whom It May Concern

I, hereby, am granting the permission to **MOHAMMAD ADAM ALI** (Proprietor, Maktabatul Furqan, 11/1 Islami Tower, Banglabazar, Dhaka-1100, Bangladesh; Mob : +8801733211499) to translate and publish all published books of Dr. Ali Muhammad El-Sallabi into Bengali (The official and national language of Bangladesh); *Noble Life of The Prophet* (3 Vols) and the Biography of Abu Bakr As-Siddeeq ﷺ, Umar Ibn Al-Khattab ﷺ, Uthman Ibn Affan ﷺ, Ali ibn Abi Talib ﷺ (2 Vols), Umar bin Abd Al-Aziz, Salah Ad-Deen Al-Ayubi (3 Vols), al-Hasan ibn 'Ali and Muawiyah bin Abi Sufyan ﷺ.

Moreover, *Maktabatul Furqan* will be considered as a publisher & distributor of the translated books of Dr. Ali Muhammad El-Sallabi into **Bengali** worldwide.

With best wishes

Sincerely,

Name : Dr. Ali Mohamed El-Sallabi
Signature :

Date: March 8, 2018

অবতরণিকা

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য চাই এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা নিজেদের আত্মার অনিষ্ট ও মন্দ আমল থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন, সে পথভ্রষ্ট হতে পারে না। আর আল্লাহ যাকে (মন্দ আমলের কারণে) পথভ্রষ্ট করেন, তার কোনো হিদায়াতকারী নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য অন্য কোনো সত্তা নেই। আল্লাহ এক এবং একক। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَ لَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ۝١٠٢

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত, ঠিক তেমনি ভয় করো এবং অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (সূরা আলে-ইমরান, ৩:১০২)

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا۝١

হে মানবজাতি, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; এবং বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে নিজেদের হক চেয়ে থাকো এবং আত্মীয়স্বজনদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। (সূরা আন-নিসা, ৪:১)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا۝ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا۝

হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। (সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৭০-৭১)

হে আমার রব, সকল প্রশংসা আপনার জন্য, যেমনটি আপনার সুমহান সত্তা ও মহা পরাক্রম ক্ষমতার প্রাপ্য। আপনি সন্তুষ্ট হওয়া পর্যন্ত আপনার প্রশংসা, আপনি সন্তুষ্ট হলেও সমুদয় প্রশংসা আপনার জন্য, আর আপনি সন্তুষ্ট হওয়ার পরও সকল প্রশংসা কেবল আপনার জন্যই নির্ধারিত।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি নববীযুগ ও পরবর্তী খেলাফতে রাশেদা নিয়ে পড়াশোনার মাধ্যেমে আমার পূর্বরচিত কিতাবগুলোর সাথে একটি নতুন সংযোজন। এর পূর্বে সীরাতুন্নাবী, আবু বকর সিদ্দীক, উমর ইবনুল খাত্তাব, উসমান ইবনে আফফান, আলী ইবনে আবি তালিব এবং হাসান ইবনে আলী রাযিয়াল্লাহুমকে নিয়ে রচিত গ্রন্থসমগ্র প্রকাশিত হয়েছে। এটি আমার *আদদাওলাতুল উমাউইয়া আওয়ামিলুল ইযদিহার ওয়া তাদায়িয়্যাতুল ইনহিয়ার* নামক গ্রন্থেরই একটি অংশ।

এই কিতাবটির নাম রেখেছি, *জীবন ও কর্ম : মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান রা.*।

কিতাবটিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে :

- ✓ মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর নাম, বংশ পরিচয়, উপাধি, খান্দান-পরিচিতি, পিতা আবু সুফিয়ানের ইসলামগ্রহণের কাহিনী, মাতা বিনতে উতবাহ ইবনে রবীআর ইসলামগ্রহণ, ভাই-বোন ও স্ত্রীদের নিয়ে আলোচনা এবং তার কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য।

- ✓ মুআবিয়া-বর্ণিত হাদীস এবং তার প্রশংসা ও নিন্দায় বর্ণিত বাতিল বর্ণনাগুলোর অসারতা প্রমাণ।
- ✓ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খেলাফতে রাশেদার যুগে বনু উমাইয়ার কীর্তি এবং মুআবিয়ার ভাগ্য তারকার উদয়ন?
- ✓ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তার মধ্যকার সম্পর্ক, উমরী যুগে দামেস্ক, বাআলাবাক ও বলকানের গর্ভনর।

পাশাপাশি এই কিতাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিয়েও বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা হয়েছে :

- ✓ শামের যুদ্ধে মুআবিয়ার কর্মতৎপরতা, উমরীযুগে সেনাবাহিনীর শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন সামরিক রীতি প্রণয়ন ও ইসলামী নৌবহরের প্রবর্তন।
- ✓ উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগে তার কর্ম, যুদ্ধ ও বিজয়; সামুদ্রিক যুদ্ধে অনুমতিপ্রাপ্তিতে উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট পীড়াপীড়ি, কুবরুসবাসীদের আত্মসমর্পণ, সন্ধি, সন্ধিভঙ্গ অতঃপর কুবরুস বিজয়।
- ✓ এই কিতাবটি আপনার সামনে তুলে ধরবে, আবু যর ও মুআবিয়া এর মাঝে মতানৈক্যের আসল হাকীকত এবং এ ব্যাপারে উসমানের অবস্থান।
- ✓ উসমানের বিরুদ্ধে বাইতুল মালের সম্পদ নিকটাত্মীদের দেওয়া এবং রাষ্ট্রীয় কোটায় আত্মীয়দের নিযুক্তির ব্যাপারে আরোপিত আপত্তির খণ্ডন।
- ✓ এই কিতাবটি আপনার সামনে তুলে ধরবে উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকে ঘিরে সৃষ্ট ফেতনার প্রকৃত কারণ। যেমন : সমাজে ক্ষমতার প্রভাব, সামাজিক পটভূমির পরিবর্তন ও অধঃপতন এবং নতুন এক প্রজন্মের জন্ম। যেকোনো প্রচারণা গ্রহণ করার মন-মানসিকতা সৃষ্টি, উমরের পর উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর আগমন, আকাবির সাহাবীদের মদীনা থেকে বের হয়ে যাওয়া ও অজ্ঞ পক্ষপাতিত্ব। স্বভাবজাত কিবা মানসিক প্রতিবন্ধকতার কারণে দেশ বিজয়ে স্থবিরতা। দুনিয়াবিরাগী ও পরহেজগারিতা সম্পর্কে ভুল ধারণা নেওয়া নতুন এক লোভী প্রজন্মের আবির্ভাব। এমন এক সম্প্রদায়ের অবস্থান; যারা নিজেদের নিহতদের বদলা নিতে অক্ষম। উসমানের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর জন্য শক্ত পদক্ষেপ এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বিভিন্ন মাধ্যেমের প্রয়োগ।

- ✓ ফেতনায় আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার অপতৎপরতা।
- ✓ ফেতনা সর্ম্পকে মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থান। গভর্নরীর ব্যাপারে উসমানের মত-বিনিময় এবং সে সময় মুআবিয়ার অভিমত। উসমান হত্যা এবং মুআবিয়া ও আলীর যুগে সাহাবীদের অবস্থান।
- ✓ উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান কর্তৃক নুমান ইবনে বশীরের মাধ্যেমে মুআবিয়া ও শামবাসীর নিকট উসমানের রক্তাক্ত জামা প্রেরণ।
- ✓ উসমান-হত্যার প্রতিশোধের পদ্ধতি নিয়ে সাহাবীদের মতপার্থক্য, জঙ্গে সিফফীন এবং পরবর্তী ধারাবাহিক ঘটনাসমগ্র।
- ✓ মুআবিয়ার পক্ষ থেকে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইআত না হওয়া, তাকে খলীফা হিসেবে মেনে না নেওয়া এবং শামবাসীর সাথে যুদ্ধের জন্য আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর রণপ্রস্তুতি। উষ্ট্রীর যুদ্ধের পর বাইআত করানোর জন্য জারীর ইবনে আব্দুল্লাহকে মুআবিয়ার নিকট প্রেরণ।
- ✓ আমিরুল মুমিনীন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাম অভিমুখে মার্চ, মুআবিয়ার সিফফীনে চলে আসা, উভয় পক্ষ থেকে আক্রমণের সূচনা এবং দু-পক্ষের সন্ধি-চেষ্টা, যুদ্ধ; অতঃপর সালিশের আহ্বান।

এই গ্রন্থটি আপনার সামনে তুলে ধরবে :

১। আম্মার ইবনে ইয়াসিরের শাহাদাতের ঘটনা এবং মুসলিমদের মাঝে এর প্রভাব। মুখোমুখি যুদ্ধেও তাদের সৎব্যবহার ও দয়াদ্রতা। যুদ্ধবন্দীদের সাথে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর আচরণ। নিহতদের সংখ্যা। শহীদদের খোঁজে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তাদের প্রতি দয়ামমতার বহিঃপ্রকাশ। এত কিছুর ভেতরেও রোম স্ম্রাটের বিরুদ্ধে মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থান। আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু সর্ম্পকে সিফফীন ঘিরে মিথ্যা রটনা, যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি। মুআবিয়া ও শামবাসীকে গালিগালাজ ও অভিশাপ দিতে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বারণ।

২। সালিশ, সালিশী চুক্তির কথাগুলো, সালিশ সর্ম্পকে প্রচারিত প্রসিদ্ধ ঘটনার অসারতা, সালিশী চুক্তির বাস্তবতা এবং ঐকমত্যের স্থান।

৩। এই কিতাবটি আপনাকে নির্দেশনা দিবে ইসলামী সাম্রাজ্যে উদ্ভত সমস্যায় সালিশের সেই ঘটনা থেকে কীভাবে শিক্ষা নেওয়া যাবে।